একটি দিনের কথা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥একটি দিনের কথা॥

একটিমাত্র দিনের কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার বটে, কিন্তু তার পেছনে সামান্য একটু ইতিহাস আছে। সেটা না বললে ব্যাপারটা তার সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও নীচতা দিয়ে প্রকাশ হবে না। তাই একটু আগে থেকেই বলি।

একবার কলকাতা থেকে অনেকদূর একটা পাড়াগাঁয়ে আমার এক বন্ধুর ভ্রাতার জন্যে মেয়ে দেখতে যাই। যাঁদের জন্যে মেয়ে দেখতে যাওয়া, তাঁরা এসে আমায় বড় ধরাধরি করলেন যে, আমায় তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে, কারণ ঐ গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকায় সেখানকার অনেকেই আমার পরিচিত এবং আমি নিজে বারকতক সে গাঁয়ে গিয়েছি, এ খবর তাঁরা জানতেন।

অগত্যা তাঁদের সঙ্গে যেতে হোল। জায়গাটা নিতান্তই পাড়াগাঁ। আমি সেখানে এর আগে দু-একবার গেলেও আমার সেই আত্মীয়ের পাড়াটি ছাড়া অন্য কোন পাড়ার লোকদের ভাল চিনিনে, বিশেষ কারো নামও জানিনে। যাঁদের বাড়িতে মেয়ে দেখার কথা, তাঁরা এই অপরিচিত দলের লোক। প্রকৃতপক্ষে এই উপলক্ষেই তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হোল এবং তাঁদের বাড়িতে এই আমি প্রথম গেলুম। মেয়ের বাপের নাম গোপাল চক্রবর্ত্তী, বয়স ষাটের কাছাকাছি, আগে কি একটা ভাল চাকুরি করতেন, এখন চোখের অসুখ হওয়াতে বাড়ি ছেড়ে কোথাও নড়তে পারেন না। ছেলেরা সব বড় বড়, মেয়েটিই ছোট। ভদ্রলোকের অবস্থা সচরাচর পাড়াগাঁয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের যেমনি হয়ে থাকে তেমনি। বাইরে একখানা খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ, একটা পুরানো কোঠাবাড়ি, উঠানের একধারে বাঁশের বেড়ার মধ্যে গোটাকতক জবাফুলের গাছ, নারিকেলের চারা, কুমড়োর মাচা ইত্যাদি। এক পাশে গোয়াল ও কাঠ-কুটো রাখবার আর একখানা ছোট চালা।

BANGLADARSHAN.COM

গোপাল চক্রবর্ত্তী আমাদের যত্ন আদর করলেন খুব। চা খাওয়ালেন, জলযোগ করালেন। মেয়ে দেখানোও হোল—মামুলী প্রশ্নাদি জিগ্যেস করা ও মেয়ের তৈরী মামুলী পশমের আসন, হাঁস, তুলোর বেড়াল ও মাছের আঁশের কাজ ইত্যাদি দেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা উঠবার উদ্যোগ করলাম।

কথায় কথায় আমাদের মধ্যে একজন জিগ্যেস করলেন—এই কি আপনার বড় মেয়ে?

গোপাল চক্রবর্ত্তী বললেন—না, এটি আমার দ্বিতীয় কন্যা। (বিবাহের ব্যাপারে পাড়াগাঁয়ে কথাবার্ত্তার সময় সাধুভাষা ব্যবহার করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।)

আমি বললুম—বড় মেয়েটির কোথায় বিয়ে দিয়েছেন, চক্কত্তি মশায়?

—না, তার এখনও বিবাহ হয় নি।

মনে একটা খটকাও লাগলো। এই মেয়েটির বয়স পনেরোর কম নয়। বড় মেয়েটির বয়েস সুতরাং কম হলেও সতেরো! অতবড় আইবুড়ো দিদি ঘরে থাকতে তার ছোট বোনের বিয়ের আয়োজন উদ্যোগ–তবে কি বড় মেয়েটি কানা খোঁড়া বা ঐ রকম কিছু?

গোপাল চক্কত্তি তখনই আমাদের সন্দেহ দূর করালেন। তাঁর বড় মেয়েটির এক জায়গায় সম্বন্ধ হয়েছে, পাত্রের বাড়ি আছে কলকাতার হাতীবাগানে, পাত্র মার্চ্চেণ্ট অফিসে চাকুরি করে। চক্কত্তি মশায়ের ইচ্ছে, শ্রাবণ মাসের মধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি আপাততঃ নিশ্চিন্ত হন।

আমরা বিদায় নিলুম।

ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে বাঁ ধারে একটা পুকুর।

গ্রামের একটি ভদ্রলোক আমাদের এগিয়ে দিতে আসছিলেন, তিনি হঠাৎ পুকুরের বাঁধা ঘাটের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বললেন–ঐ যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হোল গোপাল কাকার বড় মেয়ে রাণী–যার কথা হচ্ছিল–

কি ক্ষণে না জানি মেয়েটিকে যে দেখলুম! কত ছবি চোখের সামনে দিনরাত আসে যায়, ঢেউয়ের মাথায় ফেনার ফুলের মত তখন বেশ দেখায়, তারপর কোথায় যায় মিলিয়ে তলিয়ে, কোনো চিহ্নও রেখে যায় না। লক্ষ অখ্যাত ছবির মধ্যে একটি কি করে যে মনের মধ্যে সেদিন স্থায়ী দাগ রেখে গেল! চেয়ে দেখি একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে পুকুরঘাটে জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় নাইতে এসে তখনও জলে নামে নি, মোটামুটি সুশ্রী মন্দ নয়, গায়ের রংটিও ফর্সা স্বাস্থ্যবতী বটে। বাঁ হাতে একটা সাবানের পাত্র, একখানা রাঙা গামছা দুটি আঙ্গুল দিয়ে ধরে খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্ছে–কিছু না, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার–অথচ আজও যখন ছবিটা কাজের ফাঁকে হঠাৎ মনে এসে পড়ে–

BANGLADARSHAN.COM

যাক্, ওসব কথা পরে বলবো–

আমাদের মধ্যে একজন বললেন–মেয়েটি তো বেশ দেখতে, এই মেয়েটির সঙ্গে সম্বন্ধ হলে খুব ভাল হোত। যে মেয়েটি দেখা গেল, তার চেয়ে এটি সত্যিই অনেক ভালো।

তারপর আমরা গ্রামের বাইরে মাঠে এসে পড়লুম–আমাদের সঙ্গের লোকটিও ফিরে গেলেন।

ওদের ব্যাপার আমি এই পর্যন্ত জানি। আমার বন্ধুর ভাইয়ের সেখানে বিয়ে হয় নি একথা আমি পরে অবিশ্যি শুনেছিলুম, কেন হয় নি খবর রাখবার আবশ্যক বিবেচনা করি নি। তবে শুনেছিলুম নাকি দেনা-পাওনা নিয়ে কি একটা গোলযোগই সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার কারণ।

এর পরে বছরখানের কেটে গিয়েচে।

একদিন সকালে আমার বাসায় জন কয়েক ছোক্‌রা এসে হাজির হোল। তাদের সকলের বাড়ি ঐ গ্রামে–তাদের মধ্যে আমার আত্মীয়টির এক ভাইও আছে। সকলেই খুব ব্যস্তসমস্ত।

আমায় বল্লে–শীগ্‌গির নিন তৈরী হয়ে–চলুন আমাদের সঙ্গে যেতে হবে–

–কি ব্যাপার? হয়েচে কি?

সকলেই সমস্বরে বল্লে–পথে বেরিয়ে শুনবেন, এখন বেরিয়ে পড়ুন চট্‌ করে–শ্মশানে যেতে হবে–কাশীমিত্তিরের ঘাটে–

খুব বিস্মিত হোলাম।

–কে মারা গিয়েচে? ব্যাপার কি?

আমার আত্মীয়ের ছেলেটি বল্লে–গোপাল কাকার মেয়ে রাণীর স্বামী আজ মারা গিয়েচে। এখানে বিয়ে হয়েছিল হাতীবাগানে–বিয়ের পর তিনমাস এখনও পোরে নি। আর একটি ছেলে বললে–তার চেয়েও বিপদ, রাণীর দেওর আর শাশুড়ীর ব্যবহার ভয়ানক খারাপ, তারা কেউ শ্মশানে যাবে না–মুখাগ্নি করতে হবে রাণীকেই–দেওর এখন চেষ্টায় আছে, নগদ টাকা, গহনা সরাবে, দাদার বৌকে ফাঁকি দেবে। সে ভয়ানক ব্যাপার, চলুন না, গিয়ে শুনবেন সব।

BANGLADARSHAN.COM

–আমরা কি জানতাম কিছু, আজ সকালে রাণীর সেজদা ললিত আমাদের মেসে এসে খবর দিলে যে, একা সে কিছু করতে পারচে না–আমরা তো গাঁয়ের একদল ছেলে মেসে আছি–বললুম–আমরা থাকতে ভয় কি? চলো যাই। ললিতকে তো ওরা বাড়ি ঢুকতেই দেয় না–দেওরটা এমনি করেছিল।

কাশীমিত্রের ঘাটে পৌঁছে দেখি রাস্তার দিকের পাঁচিলের এক কোণে একটা খাট নাবানো–তাতে চাদর-ঢাকা একটি মৃতদেহ। খাটের পাশে সেই মেয়েটি বসে আছে, যাকে সেবার ওদের গাঁয়ের পথের ধারে পুকুরঘাটে নাইতে নামতে দেখেছিলুম সাবানের বাক্স হাতে। ওর পরনে রাঙাপাড় শাড়ি, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো, চোখেমুখে একটি দিশাহারার ভাব–যেন সে বুঝতে পারচে না, যে কি হচ্ছে বা কেন সে এখানে এসেচে। কিন্তু তার চোখে জল দেখলাম না। সেও যেন একজন এই ব্যাপারের নিস্পৃহ উদাসীন দর্শক আরও পাঁচজন বাইরের লোকের মত, এই রকম ভাবটা তার মুখে। খাটখানা এবং মেয়েটির চারিধারে ঘিরে কতকগুলি ছোকরা।

আমায় দেখে ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল–এই যে এসেচেন? আপনাকে আনতেই বলে ছিলুম আমরা। আমরা তো সব ছেলেছোকরা, একজন আপনাদের মত লোক উপস্থিত না থাকলে আমরা ভরসা পাইনে।

আর একটি ছোকরা বললে–দেখুন, এমন চামার রাণীর দেওরটা–ভাই মরে পড়ে আছে, সে সিন্দুক সামলাতে ব্যস্ত। রাণীর তো দুর্দ্দশা যে কি করেচে এই ক'দিন, এর দাদা না থাকলে বোধ হয় ওকেও ওই সঙ্গে মেরে

ফেলত। টাকার ভাগ, বাড়ির ভাগ ওকে দিতে হবে এই আপসোসে মা আর ছেলে মরে যাচ্ছে! সে যদি দেখতেন কাণ্ডটা! আপনি যদি বলেন, আমরা চিতায় চড়িয়ে দিই মড়া। দেখুন, মুখাগ্নি করতে পর্য্যন্ত এল না ভাই–এই ছোট মেয়েটাকে দিয়ে সব কাজ করাতে হবে–সঙ্গে অন্য একটি মেয়েমানুষ পর্য্যন্ত নেই–ওর শাশুড়ীকে কত করে বললাম–এলো না।

মৃতদেহ চিতায় দিতে পরামর্শ দিলাম।

রাণীর দাদা তার হাত ধরে তাকে দিয়ে মুখাগ্নি করালে।

মুখাগ্নি নিষ্পন্ন হয়ে গেলে তার দাদা তাকে একপাশে বসালে। দু'একটি কথায় নীচু স্বরে বোনকে কি বলছিল, বোধ হয় সান্ত্বনাসূচক কথা।

এমন সময় একটি কাণ্ড ঘটলো।

কোথা থেকে তিন জন লোক এসে উপস্থিত হোল। একজনের বয়েস তেইশ-চব্বিশ, বৃষকাষ্ঠের মত শুক্‌নো চেহারা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, সামনে পেছনে ঘাড়ের দিক চাঁচা। শখের থিয়েটার দলে ফ্লুট বাজায়–চেহারাখানা এমনি ধরণের! বাকী দু'জন বেশী বয়সের লোক–কিন্তু তাদের মুখ দেখলে মনে হয়, ওদের বংশে তিন পুরুষের মধ্যে কারো অক্ষরপরিচয় ঘটে নি, এমনি চাষাড়ে-চোয়াড়ে মুখ।

BANGLADARSHAN.COM

ছোকরাটি আসতেই মেয়ের দাদা বললে–এই যে আসুন ধীরেনবাবু–মাকে আনলেন না? ছোকরা সে কথায় কোনো জবাব না দিয়ে চোয়াড়ে ধরণের একজন লোককে দেখিয়ে বললে–ইনি আমার মামা। এঁকে নিয়ে এলাম, নইলে আপনারা তো আমার কথা শুনবেন না!

–কি কথা?

এইবার সেই মামা নিজে এগিয়ে এসে মেয়ের ভাইকে বললে–আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একটু এদিকে আসুন। মেয়ের ভাই তার সঙ্গে এক পাশে গেল। দুজনে কি কথা হল জানিনে, ভাই ফিরে এসে আমার দিকে চেয়ে বললে–ইনি রাণীর মামাশ্বশুর। ইনি বলচেন রাণীর গায়ের গহনাগুলো দিতে ওঁর হাতে। আপনি কি বলেন? এই কথাতে মামাশ্বশুরের সঙ্গী সেই আর একজন চোয়াড়মত লোক চটে গেল। বল্লে–উনি কি বলবেন? মেয়ের মামাশ্বশুরের আর দেওর নিজে এসে গহনা চাইছেন, উনি এর মধ্যে কি বলবেন?

কতকগুলো ছেলেছোকরা সমস্বরে কি একটা কথা বলতে গেল–আমি ওদের থামিয়ে দিয়ে মামাশ্বশুরকে বললুম–আপনি গহনা এখন চান কেন?

মামাশ্বশুর বল্লে–গহনা বৌমার গা থেকে হারিয়ে যেতে পারে, এমন গোলমাল আর ভিড়ের মধ্যে। আমাদের কাছে এখন রেখে দিই, এর পরে আবার দেবো–

বললুম–না, গহনা আমরা দিতে পারি নে।

মামাশ্বশুর মহা রুখে উঠলো।

–দিতে পারেন না? আপনি কে মশাই? আপনার কি অধিকার আছে দেবার–না দেবার? আমার বৌমার গহনা আমি নিতে এসেচি, আপনি যে বড়–

পেছন থেকে একজন ছোকরা বললে–ওঃ ভারী বৌমা এখন, দরদ দেখাতে এসেচেন বৌমার ওপর–এতদিন কোথায় ছিলেন মশাই? কেশবের অসুখের সময় কোনদিন তো চুলের টিকিও দেখি নি–

মামাশ্বশুর বললে–মুখ সামলে কথা কও বলচি–

পেছনের সেই চোয়াড় লোকটা আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এসে বললে–আলবৎ আমরা গহনা নিয়ে যাবো–আমাদের বৌয়ের গহনা আমরা নিয়ে যাবো তাতে কে কি করবে?

একটা হৈ হৈ বাধবার উপক্রম হয়ে উঠলো, মামাশ্বশুরের ও তার সঙ্গীর এই কথায় আমি আমাদের দলের ছোকরাদের থামিয়ে দিয়ে বললুম–আপনাদের গহনা আপনারা নিয়ে যাবেন কি না সে তর্ক আমরা করতে আসি নি, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনাদের ঘরেরই তো বৌ, ছেলেমানুষ, কাঁদচে, এই কি সময় ওর গা থেকে গহনা খুলে নেবার? এখন আমরা তা হতে দিতে পারিনে।

BANGLADARSHAN.COM

মামাশ্বশুর বল্লে–হতে দিতে পারেন না কি মশাই? আপনি যে বড্ড লম্বা লম্বা কথা বলচেন দেখতে পাই। হতে দিতে হবে–আমরা গহনা নিয়ে যাবোই, আপনি কি করবেন?

আমার ভয়ানক রাগ হয়ে গেল লোকটার ইতরামি দেখে। বললুম–আপনারা বলচেন আপনাদের বৌমা, এই বুঝি তার ওপর আপনাদের দরদের পরিচয়? গহনা নিতে এসেচেন এ সময় গা থেকে খুলে? গহনা যদি আমরা না দিই, কি করবেন আপনারা?

ওরা তিনজনেই আস্ফালন করে বলে উঠলো–গহনা জোর করে নিয়ে যাবো, আপনাদের কি অধিকার আছে গহনা আটকাবার? কে আপনারা? আলবৎ গহনা আমরা নিয়ে যাবো–

এইবার আমাদের ছেলের দল ক্ষেপে উঠলো–তারা সবাই রাণীকে ঘিরে দাঁড়িয়েচে ততক্ষণ। তারা বললে–কারো সাধ্যি নেই, আমরা এখানে থাকতে আমাদের গাঁয়ের মেয়ের গা থেকে কেউ গহনা ছিনিয়ে খুলে নিয়ে যায়–আসুক কে এগিয়ে আসবে দেখি–

একটা তুমুল হৈ চৈ ও বিশ্রী কোলাহলের সৃষ্টি হোল তারপরে। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে লাগলো–লোক জমে গেল চারিধারে–সকলেই জিজ্ঞেস করে, ব্যাপারটা কি? ওরাও চীৎকার করে–

–দেখে নেবো, কার সাধ্যি–

–কি হয়েচে মশাই? ব্যাপারটা কি মশাই?

–আলবাৎ নিয়ে যাবো,–কত জোর গায়ে আছে দেখবে?

–হাঁ হাঁ মশাই, থামুন,–থামুন–

–ভদ্রলোক না ছোটলোক–চামার একেবারে–

–মুখ সাম্‌লে–খবরদার–

–আমাদের বোনের মত–আমাদের গাঁয়ের মেয়ে–

সবাই মিলে যখন একটা দক্ষযজ্ঞের সূত্রপাত করে তুলেচে, তখন হঠাৎ আমার চোখ পড়লো রাণীর দিকে। সদ্য-বিধবা হতভাগিনী বালিকা ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠে বড় বড় ভীতিপূর্ণ চোখে যুধ্যমান দল দুটির দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে–একে তো সে অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কলকাতাতেই বিয়ের আগে কখনো আসে নি, তার উপর আজই সে বিধবা হয়েচে। এত বেলা হয়েচে এক বিন্দু জল নিশ্চয়ই ওর মুখে যায় নি, এদিকে দেওর আর মামাশ্বশুরের এই কাণ্ডকারখানা...একপাল পুরুষমানুষের মধ্যে আজকার দিনে ওই বালিকা একা, এমন আর একজন মেয়েমানুষ নেই যে চোখের জল মুছিয়ে দেয়, একটা সহানুভূতির কথা বলে। ওর সেই ছবিটা আমার মনে এল, ওদের গাঁয়ের পুকুরঘাটে সেই যে ওকে দেখেছিলুম–সহজ, সরল; নিশ্চিন্ত জীবনের আনন্দে ভরপুর, লীলাময়ী, সুন্দরী কিশোরী। একটা সুকুমার সন্ধ্যামালতী ফুলের লতাকে ছায়াবৃক্ষের শীতল আশ্রয় থেকে জোর করে ছিঁড়ে এনে কাশীমিত্রের ঘাটের চিতার আগুনের আঁচে বসানো হয়েচে–ওর চোখের জল পর্য্যন্ত শুকিয়ে গিয়েচে সেই আঁচে...

BANGLADARSHAN.COM

পুলিসের কথা শুনে ভাইবোন দুজনেই ভয় পেয়ে গেল।

পাড়াগাঁয়ের লোক, পুলিস সম্বন্ধে ওদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

বোন ভয়ে ভয়ে বললে–দাদা, তুমি ঝগড়া কোরো না ওদের সঙ্গে, গহনা আমি খুলে দিচ্চি, ওদের দ্যাও–এই ধরো–পুলিস আসবার আগেই দিয়ে দ্যাও দাদা–

দাদা আমায় বললে–দেখুন, আমি বলছি কুটুম্বের সঙ্গে একটা মনান্তর করে কি হবে, রাণীও বলচে গহনাগুলো না হয় দিয়েই–

বললুম–কক্ষনো না। তা হতে পারে না। পুলিস আনবে আনুক না? ওদের সে সাহস হোলে তো? তুমি ভয় খেও না।

ছেলেরাও বললে–রাণী, তুই কিছু ভয় খাসনে। আমরা আছি এখানে, কারো সাধ্য নেই, কিছু করে। ওরা তিনজন আর আমরা এগারজন–

আমাদের দলের প্রতুল বলে যে ছোকরা আমার বাসায় আমাকে ডাকতে গিয়েছিল, সে বললে, আচ্ছা, দাঁড়ান আপনারা সবাই একটু—আমি রজনী ডাক্তারকে ডেকে আনি, তিনি নিকটেই থাকেন, প্রবীণ মানুষ, তিনি রাণীর বরের চিকিৎসা করেছিলেন এই অসুখে। তিনি যে রকম পরামর্শ দেন, তাই করা যাবে—কি বলেন?

মামাশ্বশুর আর তার সঙ্গী কি একটা পরামর্শ করলে নিজেদের মধ্যে। তারপর ওদের সঙ্গী সেই চোয়াড় লোকটা কোথায় চলে গেল।

আমাদের দলের একটা ছোকরা বল্লে—গেল কোথায়?

বললুম—যেখানে খুশি যাক গে। চিতার দিকে লক্ষ্য রেখো—রাণীকে বসতে বলো ওর দাদার কাছে গিয়ে। রোদে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

দেওর আর মামাশ্বশুর আমাদের থেকে একটু দূরে বসেছে। কি একটা পরামর্শ আঁটছে দুজনে, বেশ বুঝতে পারা গেল। রাণীর ভাই একবার ভয়ে ভয়ে বললে—থানায় যায় নি তো?

আমাদের দলের কেউ কেউ বল্লে—ওরা নইলে আরও লোক আনতে গিয়েচে। একটা মারামারি না করে দেখছি ছাড়বে না।

রাণীর দাদা বললে—সেটা কি ভাল হবে? তার চেয়ে দিই না গহনা ওদের হাতে?

BANGLADARSHAN.COM

আমি বুঝিয়ে বল্লুম—কেন তুমি গহনা দিতে যাবে? এ গহনা ওরা দেয় নি, দিয়েছেন তোমার বাবা। ওদের কোন অধিকার নেই এতে। রাণীর শ্বশুরবাড়িতে যেমন গতিক দেখচি, তাতে মনে হয়, সেখানে ওর স্থান হবে না। ওই গহনাগুলোই ওর সম্বল। গহনার মধ্যে তো দেখছি একছড়া হার, আর হাতের চুড়ি কগাছা, আর তো কিছু নেই। তাই বা কেন হাতছাড়া করবে? গুণ্ডা আনে, আমরাও পুলিসে খবর দিতে পারি।

ওদের ফিরতে দেরি দেখে ভেবেছিলুম ব্যাপারটা আর বোধ হয় গড়ালো না; কিন্তু রাণীর অদৃষ্টে সেদিন আরও দুঃখ ছিল। একটু পরে সত্যিই ওরা একদল লোক নিয়ে ফিরে এল। আমাদের দেখিয়ে বললে—এরা কোথা থেকে এসেছে চিনি নে। উনি আমার বৌদিদি, মা আসতেন শ্মশানে, কিন্তু তিনি বাতের ব্যথায় নড়তে পারেন না। বৌদিদির ভাইয়ের মতলব গহনাগুলো হাতিয়ে নেওয়া, তাই বোধ হয় এই সব বন্ধুর দল এসেছে।

আবার একটা গোলমাল, তর্ক-বিতর্ক, চেঁচামেচি শুরু হোল। তখন গোলমাল শুনে পুলিস এসে না পড়লে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হতে বাকী থাকত না। আমাদের দুই দলকেই থানায় যেতে হবে বল্লে।

ইতিমধ্যে দাহকার্য্য শেষ হয়ে গিয়েছিল—আমরা রাণীকে স্নান করিয়ে দিলাম। থানায় গিয়ে ঘণ্টাখানেক আটকে থাকতে হোল। নানারকম জেরা জবানবন্দী চললো আমাদের উপর। রাণী তো ভয়েই সারা। সে ভাবলে গহনাগুলো খুলে না দেওয়ার অপরাধে পুলিস এখুনি তাকে হাজতে আটকে রাখবে। অপর পক্ষের লোকেরা

নিজেদের সাচ্চা প্রতিপন্ন করতে আমাদের ঘাড়ে নানারকম দোষ চাপালে, এমন কি রাণীর সম্বন্ধেও দু'একটা এমন কথা বল্লে, যা থানার বাইরে বললে আমাদের ছোকরারা ওদের হাড় গুঁড়িয়ে দিত।

বেলা তিনটের সময় থানা থেকে আমাদের ছুটি হোল।

রাণীকে এখন কোথায় পাঠানো যায়?...

ওর শ্বশুরবাড়িতে ওকে নিয়ে তোলা আমাদের কেউ সমীচীন মনে করলে না–বিশেষ করে এইমাত্র যখন তার দেওরের সঙ্গে এই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

আমরা ওর ভাইকে পরামর্শ দিলাম, ওকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে, নইলে একা শ্বশুরবাড়ীতে ওকে রেখে গেলে দেওর আর শাশুড়ীতে মিলে ওর যা দুর্দ্দশা করবে, সে কল্পনা না করাই ভালো। ভাইয়ের কাছে আবার দু'জনের যাওয়ার মত ভাড়া নেই। আমাদের যার কাছে যা ছিল দিয়ে দু'জনের দু'খানা টিকিট কিনে ওদের শেয়ালদা' স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে এলাম।

শুনলুম ও বিয়ের পর জোড়ে একবার বাপের বাড়ি গিয়েছিল বরের সঙ্গে নববধূর সাজে, সেই যে এসেছিল, আর এই যাচ্ছে।

BANGLADARSHAN.COM

সেই কথা মনে হওয়ার দরুণ বা অন্য কিছু জানিনে, যাবার সময় রাণী খুব কাঁদতে লাগলো। এতক্ষণ ও তেমন কাঁদে নি। সারাদিনে যে ঝড় ওই মেয়েটার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, তারপরে ও যেন একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইচে।

ওর সে কান্না শুনলে বড় কষ্ট হয়। ছেলেমানুষের মত কান্না...চীনে মাটির সাধের পুতুলটা ভেঙে গেলে ছোট মেয়ে যেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে তেমনি...স্বামীহীনা সদ্য বিধবার কান্নার মত নয় কান্নাটা...মনে হয় ছেলেমানুষই তো, খেলার ঘরের পুতুল-ভাঙার কান্নাটাই শিখে রেখেচে, বড় মেয়ের মত ট্র্যাজিক কান্না কাঁদতে শেখে নি এখনও।

এর পরে রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি বা তার খোঁজও রাখি নি। যদি বেঁচে থাকে, তার বয়স এখন ছাব্বিশ-সাতাশ, বাপের বাড়িতে ভাইয়ের স্ত্রীর দাসীবৃত্তি করে দুমুষ্টি অন্নসংস্থান করচে, অকালে বুড়ী হয়ে গিয়েচে, হয়তো বা এতদিন শুচিবাই রোগেও ধরেচে। এ ছাড়া আর তার কি হবে?

কিন্তু ওর সেই ছেলেবেলাকার পুকুরঘাটের সেই কুমারী দিনের ছবিটি আমার চিরকাল মনে রয়ে গেল...পুকুরের বাঁধা ঘাটে নামচে...দু'আঙুলে ধরে গামছাখানা খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্ছে লীলাময়ী বালিকা...সেই ছবিটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারি নে।

॥সমাপ্ত॥